আনিসুল আরওয়াহ্

• রূহের বন্ধু •

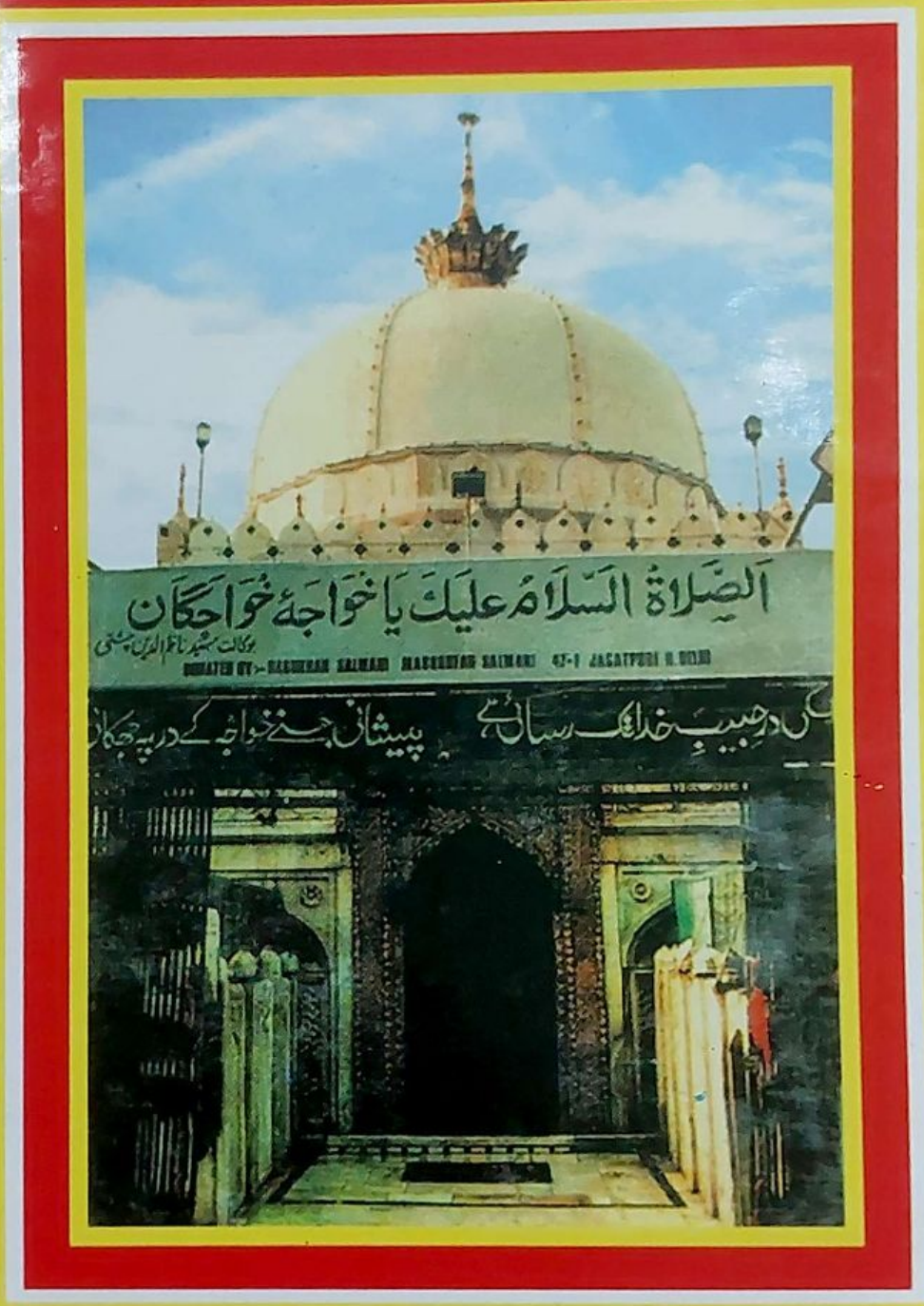

খাজা গরীব নওয়াজ

শায়খ মুঈনউদ্দিন হাসান চিশতী

রহমতুল্লাহ্ আলায়হে

আনীসুল আরওয়াহ

[রুহের বন্ধু]

রচনায়

কুতুবুল মাশায়েখ

হযরত খাজা মুঈনউদ্দিন হাসান চিশ্‌তী সান্‌জরী (রহঃ)

দলীলুল আরেফীন

(সাধকদের সনদ)

রচনায়

কুতুবুল আকতাব

হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী আউশী (রহঃ)

ফাওয়ায়েদুস সালেকীন

[তাসাউফ পন্থীদের ফায়দা]

অনুবাদক

কফিলউদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী

সূচীপত্র

০ আনিসুল আরওয়াহ ০

হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২-১৬

ভূমিকা ১৭-১৮

প্রথম মজলিস ১৯-২০
ঈমানের বিভিন্ন দিক এবং নামাজের আলোচনা

দ্বিতীয় মজলিস ২১-২২
ক) হযরত আদম (আঃ)-এর বেহেস্তী পোশাক খসে পড়ার ঘটনা এবং তাঁর ভুলের জন্য তওবা।
খ) চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা।

তৃতীয় মজলিস ২২-২৩
শেষ জামানায় মানুষের গোনাহের কারণে বিভিন্ন শহর ও দেশ নষ্ট এবং ইমাম মেহেদী (আঃ)-এর আত্মপ্রকাশ।

চতুর্থ মজলিস ২৩-২৫
স্ত্রীর কর্তব্য এবং গোলাম আজাদ এর ফজিলত।

পঞ্চম মজলিস ২৫-২৭
সদকার গুরুত্ব ও নফসের বিরুদ্ধাচরণ

ষষ্ঠ মজলিস ২৭-২৮
শরাব বা মদ পান সম্পর্কিয় আলোচনা

সপ্তম মজলিস ২৮-২৯
ক) মুমিনের অন্তরে দুঃখ দেওয়ার কুফল
খ) সুন্নাত ও নফল নামাজের গুরুত্ব

অষ্টম মজলিস ৩০-৩১
ক) গালি দেওয়ার কুফল, খ) লাল দস্তর খানার বরকত

নবম মজলিস ৩১-৩৩
ক) বৃত্তি বা পেশা
খ) ইমামে আজম হযরত আবু হানিফার মাজহাবে প্রবেশ

দশম মজলিস ৩৩-৩৫
মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা

একাদশ মজলিস ৩৫-৩৭
ক) অকারণে পশু জবাই করার কুফল, খ) নামাজে আল্লাহর সাথে দ্বীদার

দ্বাদশ মজলিস ৩৭-৩৮
সালামের গুরুত্ব ও নিয়ামত

ত্রয়োদশ মজলিস ৩৮-৩৯
যোহরের নামাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা।

চতুর্দশ মজলিস ৩৯-৪০
সূরা ফাতেহা ও এখলাছ পাঠকারীর মর্যাদা

পঞ্চদশ মজলিস ৪০-৪১
বেহেস্তে খাওয়া দাওয়ার নিয়ম কানুন

ষোড়শ মজলিস ৪১-৪২
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার পদ্ধতি
সপ্তদশ মজলিস ৪২
সম্পত্তি ও ইসলামের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়ম
অষ্টাদশ মজলিস ৪৩
হাঁচি ও হাঁচির পর কর্তব্য
উনবিংশ মজলিস ৪৩-৪৪
আজান সম্বন্ধে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।
বিংশ মজলিস ৪৪-৪৫
ক) মুমিনের পরিচয়, খ) হাসরের দিনের আলোচনা
গ) তিন দলের প্রতি আল্লাহর রহমতের বিশেষ নজর
একবিংশ মজলিস ৪৫
অভাব গ্রস্থদের অভাব পূরণের প্রতিদান
দ্বাবিংশ মজলিস ৪৬
আলেম বা জ্ঞানীদের মর্যাদা
ত্রয়োবিংশ মজলিস ৪৬
ক) মৃত্যু চিন্তার সুফল, খ) দরুদ শরীফ পাঠের উপকারিতা
চতুর্বিংশ মজলিস ৪৭
মসজিদে আলোদানের ফজিলত
পঞ্চবিংশ মজলিস ৪৭
ক) দরবেশদের মেহমানদারীর প্রতিদান
খ) তিন দল বেহেস্তের সুগন্ধ হতে বঞ্চিত হবে।
ষষ্ঠবিংশ মজলিস ৪৮
পাজামা ও জামা পরিধানের নিয়ম
সপ্তবিংশ মজলিস ৪৮-৪৯
সদকা দানের নিয়ম
অষ্টবিংশ মজলিস ৪৯-৫০
ক) তওবার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা
খ) খাজা গরিব নওয়াজ (রাঃ)— এর খেলাফত প্রাপ্তি

০ দলিলুল আরেফীন ০

খাজা গরিব নওয়াজ (রাঃ) -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫৭-৬১
প্রথম মজলিস ৬২-৬৬
ক) খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাঃ)-এর বয়াত গ্রহণ এবং "কুল্লাহ চাহার তর্কী" প্রাপ্ত
খ) নামাজের গুরুত্ব, গ) মুরিদের কর্তব্য ও পীরের দান
ঘ) ১। অজুর সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মধ্যস্থিত ফাক সমূহে পানি প্রবেশের গুরুত্ব

২। অজুর সময় প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করার গুরুত্ব।
ঙ) মসজিদের আদব এবং খাজা সুফিয়ান ছওরীর ঘটনা।
চ) আরিফের পরিচয়, ছ) এশরাক নামাজের ফজিলত
জ) কাফন চোরের বেহেস্তে অবস্থান

দ্বিতীয় মজলিস ৬৭-৭১
ক) ফরজ গোছলের গুরুত্ব
খ) নামাজ আদায়ের নিয়ম নীতির গুরুত্ব

তৃতীয় মজলিস ৭১-৭৩
ক) সঠিক সময়ে নামাজ পড়ার গুরুত্ব
খ) কসম খাওয়ার বিভিন্ন আলোচনা

চতুর্থ মজলিস ৭৪-৮০
ক) মুহব্বতে সাদিক বা সত্য প্রেমিকের নিদর্শন, খ) উচ্চ হাসির কুফল
গ) ১) আল্লাহকে ভয় করার নমুনা এবং জুলুমের বিচার।
২) আল্লাহর প্রেমে বেহুঁসী

পঞ্চম মজলিস ৮০-৮৪
ক) পিতা মাতার খেদমত, খ) কুরআন শরীফের সম্মানের প্রতিদান
গ) জ্ঞানীদের সোহবত, ঘ) খানা কাবার সম্মানের প্রতিফল, ঙ) পীরের খেদমত।

ষষ্ঠ মজলিস ৮৫-৮৮
ক) "আসহাবে কাহাফ" গণ উম্মতে মুহাম্মাদিনে অন্তর্ভূক্ত!
খ) দানবদের বন্ধী হতে ৩০ বছর পর বৃদ্ধার ছেলেকে মুক্তি দেওয়ার ঘটনা।
গ) কোহকাফের ঘটনা

সপ্তম মজলিস ৮৮-৯২
ক) ১। সূরা ফাতেহার বৈশিষ্ট্য
২। সূরা ফাতেহার ৭টি নাম এবং আক্ষরিকভাবে সূরা ফাতেহা পাঠকারীর মর্যাদা।
৩। পারাপারের বাহন ছাড়া ফাতেহা পাঠ করে দজলা নদী পার

অষ্টম মজলিস ৯২-১০০
ক) ১। বুজুর্গানে দ্বীনদের অজিফা এবং অজিফার নিয়ম কানুন।
২। অজিফা ত্যাগকারীর পরিণাম
খ) হুজুর পাক (সঃ) -এর ৯৯টি গুনবাচক নাম, গ) তাহাজ্জোদ নামাজের গুরুত্ব।

নবম মজলিস ১০০-১০৯
ক) সলুকের স্তরের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা
খ) ধৈর্য্য ধারনের প্রতিফল
গ) হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ) -এর প্রেম-আগুনের ঘটনা।
ঘ) আল্লাহর প্রেমিকগণ দুনিয়ার আজাব সম্পর্কে কোন কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না।
ঙ) আল্লাহর বন্ধুদের কারামত
চ) আরিফের পরিচয় ও 'দম' বা শ্বাস

দশম মজলিস ১০৯-১১৫
ক) পূন্যবানদের সঙ্গ ও পাপিদের সঙ্গের পরিণাম, খ) ইরাকের বেদ্বীন বাদশাহের ঘটনা, গ) আল্লাহর সহিত প্রেমের বিভিন্ন রূপ
একাদশ মজলিস ১১৫-১১৯
ক) আরিফদের তাওয়াক্কুল সম্বন্ধে আলোচনা
খ) তওবা ও মহব্বতের স্তর সমূহের আলোচনা, গ) আল্লাহর পরিচয়
ঘ) সত্যিকারের প্রেমিক ও মিথ্যা প্রেমিকের ব্যবধান।
ঙ) এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর গোলামীত্ব
চ) গরিব নওয়াজ (রঃ) -এর আজমির গমন এবং অগণিত হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণ।
দ্বাদশ মজলিস ১১৯-১২১
ক) খাজা কুতুবুদ্দীন বখ্তিয়ার কাকী (রঃ)—কে খিলাফত এবং সাজ্জাদায়ে খাজেগান দান।, খ) খাজা গরিব নওয়াজ (রঃ)—এর পরলোকগমন।

০ ফাওয়ায়েদুস সালেকীন ০

হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২৩-১২৭
প্রথম মজলিস ১২৮-১৩৪
ক) পীর বা মুর্শিদের যোগ্যতা, খ) কুকুরের কারামাত
গ) কামালিয়াত অর্জনের সোপান, ঘ) আল্লাহর গোপন রহস্যের হিফাজত
ঙ) বিচ্ছুর ছোবলে হাজার মণ সাপের মরণ
দ্বিতীয় মজলিস ১৩৫-১৪২
ক) আল্লাহর দেয়া দুঃখ-কষ্টের ভিতর নেয়ামত লাভের আলোচনা
খ) মজলিসের আদব সম্বন্ধে আলোচনা
গ) বয়াত ও বিশুদ্ধ আক্বিদা সম্বন্ধে আলোচনা
ঘ) অচৈতন্যলোকে গমন সম্বন্ধে আলোচনা
তৃতীয় মজলিস ১৪৩-১৪৪
ক) সলুকের স্তর নিয়ে বিভিন্ন তরিকার বিভিন্ন রকম আলোচনা
খ) কাশ্ফ ও কারামতের গোপন রহস্য প্রকাশ না করার আলোচন
চতুর্থ মজলিস ১৪৪-১৪৭
ক) তকবির বলা সম্বন্ধে আলোচনা
খ) পীরের উপস্থিতিতে নফল নামাজ পাঠ না করার আলোচনা
গ) খাওয়ার সময় সালাম না করার বর্ণনা
পঞ্চম মজলিস ১৪৭-১৪৯
ক) আল্লাহর অলির সম্মানে খানা কাবা নিজেরস্থান ত্যাগ করে সেই অলির সামনে উপস্থিত হওয়ার আলোচনা
খ) কুরআন শরীফ কি ভাবে তাড়াতাড়ী মুখস্থ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা।
ষষ্ঠ মজলিস ১৪৯-১৫২
ক) হুজুর পাক (সঃ) -এর দেখানো জায়গায় সুলতান শামসুদ্দীনের জলাধার তৈরীর ঘটনা।

প্রথম মজলিস

ঈমান (বিশ্বাস)-এর আহকাম (আদেশসমূহ) সম্বন্ধে আলোকপাত করলেন। এ সম্বন্ধে বলতে যেয়ে হযরত খাজা ওসমান হারুনী কুদ্দেসা সিররুহুল বারী বললেন যে, হযরত আমিরুল মু'মেনীন আব্বাছ রাদিআল্লাহুতায়ালা আনহু হতে বর্নিত আছে যে, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ঈমান একটি উলঙ্গ জিনিস, তার পোশাক হলো, 'তাকওয়া' (সংযমশীলতা), তার পা' হচ্ছে দরিদ্রতা, তার ঘর হচ্ছে জ্ঞান এবং তার কথোপকথন হচ্ছে আশহাদু আল-লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" এরপর এরশাদ করলেন, "হে দরবেশ, ঈমানের মূল কখনও বৃদ্ধি পায় না কখনও হ্রাসও হয় না। যে বলে যে কমবেশি হয় সে নিজের অস্তিত্বকে (জাতকে) কষ্ট দেয়, কারণ সে মিথ্যা বর্ণনাকারী। এরপর এরশাদ করলেন, যখন রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি নির্দেশ এলো যে, কাফেরদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করুন যতক্ষণ না তারা লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন স্রষ্টা নেই) বলে। হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সে নির্দেশ অনুসারেই কাজ করেছেন, যতক্ষণ না তারা কলেমা পড়ে ঈমান এনেছে অর্থাৎ পবিত্র অন্তকরণে সাক্ষী দিয়েছে যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সত্য ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন।

পরবর্তী পর্যায়ে নামাজ অবতীর্ণ হলে প্রত্যেকেই বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করেছেন। এরপর রোজার আদেশ হলো, রোজাও সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করলেন। তারপর এলো হজ্ব করার হুকুম। এর প্রতিও প্রত্যেকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। অবশেষে এ সমস্ত পালন করার জন্য আদেশ হলো এবং বলা হলো সবই ঈমানের আরকান (স্তম্ভ)। নামাজ পালন করতে যেয়ে যদি নামাজের ক্ষতি বা অঙ্গহানি হয় তবে তা অতিরিক্ত (নফল) নামাজ দ্বারা পূর্ণ করতে সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ্তায়ালা এবং এমতাবস্থায় ফেরেস্তাদেরকে বলেন, দেখ আমার বান্দারা নফল দ্বারা কিভাবে ফরজের ঘাটতি পূরণ করে নিচ্ছে। যে ফরজ এবং নফল কিছুই পাঠ করে না সে দোজখের শাস্তি ভোগ করবে। অবশ্য যদি সে আল্লাহতায়ালার বিশেষ রহমতের আওতাধীন থাকে বা রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়াহে ওয়া সাল্লামের শাফায়াত লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) অস্বীকার করে, সে কাফের। কসম (শপথ) সেই মহাপরাক্রম আল্লাহতায়ালার, কারো স্বাধীনতা নেই সে ঈমানের বিষয়গুলো হ্রাস-বৃদ্ধি করে। এরপর এরশাদ করলেন, হযরত আলী করমুল্লাহু

ওয়াজহ হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলতেন, ঈমান নূর যা কলবে অবস্থান করে। যদি কোন ব্যক্তি নেক কাজ করে তাহলে তার অন্তরে তখন শুভ্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নেক কাজ তার মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সম্পূর্ণ অন্তর সাদা হয়ে যায়। এরূপ স্থলে ঈমানের স্বাদ অর্জিত হয়। এ ঈমান বিশেষভাবে বন্ধুত্ব লাভের জন্য। নিফাক (কপটতা) হলো অন্ধকার বস্তু, যখন কোন মু'মেনের অন্তরে তা প্রবেশ করে তখন সেখানে কালিমার সৃষ্টি করে। গুনাহের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে হৃদয়ের কালিমাও প্রসারিত হয়। গোনাহকর্মে দৃঢ়তা অবলম্বন করলে সম্পূর্ণ অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়। এ অবস্থায় সে মোনাফেকে (অবিশ্বাসী) পরিণত হয়ে যায় এবং আল্লাহতায়ালার রহমত হতে বঞ্চিত হয়। এরপর এরশাদ করলেন, হে দরবেশ, যদি মো'মেনের দিল চেরা যায় তাহলে দেখবে সেখানে শুভ্রতা ভিন্ন কালোর চিহ্নও পাবে না। তারপর বললেন, আমি আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত খাজা হাজী শরীফ জিন্দানী কুদ্দেসা সিররুহুর মুখে শুনেছি যে, হযরত আনিস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম হতে রওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন যে, প্রকৃত ঈমান কমবেশি হয় না। কিন্তু এর ১০১টা হদ (ধাপ বা পরিধি) আছে। যে ব্যক্তি এর মধ্যে কম বা বেশি বর্ণনা করবে সে ব্যত্যয় বা প্রভেদ সৃষ্টিকারী। এর প্রকৃত রূপ হচ্ছে **লা ই-লাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**। এর হদ' বা পরিধি হচ্ছে নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত। যানাবাত (সহবাস)-এর গোসলও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি অধিক নেকি করবে সে অধিক ছওয়াব (প্রতিদান) পাবে এবং যে বিমুখ থাকবে সে কোন প্রতিদান পাবে না বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর এরশাদ করলেন, 'কিয়ামতের' দিন বারিতায়ালা মু'মেনদেরকে তাদের 'আমল' (কর্ম) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ঈমান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবেনা এবং কাফেরদেরকে ঈমান সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মু'মেনদের ঈমান ধ্বংস হয় না কিন্তু কাফেরদের ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়। নামাজ ত্যাগকারী এবং অস্বীকারকারী (মুনকির), নিম্নোক্ত হাদিসের নির্দেশে কাফের হয়ে যায়। হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'মান তারাকাস্ সালাতা মুতা'আম্মেদান ফাকাদ কাফারা' অর্থাৎ যে ব্যক্তি বুঝিয়া শুনিয়া নামাজ ত্যাগ করে সে কুফর (অবিশ্বাস) করে এবং কাফের হয়ে যায়। ইমাম শাফি রহমতুল্লাহে আলায়হের মজহাবে এমন ব্যক্তিকে কতল (হত্যা) করা ওয়াজেব।

এ অতুলনীয় ও অমিয় বাণী বর্ণনার পর হযরত খাজা নিশ্চুপ হলেন এবং স্বীয় কর্মে বিভোর হলেন। এ অধম তার জায়গায় চলে এলো।

আলহামদুলিল্লাহ আলা জালেক।

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর মোনাজাত সম্বন্ধে হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রহঃ) আলোচনা আরম্ভ করলেন। বললেন, আমি হযরত খাজা নাসিরুদ্দীন মওদুদ চিশ্‌তী কাদ্দাসাল্লাহ্ সাররাহ্ হতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি "তাম্বীহ্ অল গাফেলীন" পুস্তকে লেখা দেখেছি যে হযরত আলী করমুল্লাহ্ ওয়াজহু, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন, আল্লাহ্ জাল্লে কাদেরহু তাঁর পাক কালামে এরশাদ করেছেন, "ফাতালাক্কা আদামা মের রাব্বিহি কালেমাতিন ফাতাবা আলায়হে।"

যখন হযরত আদম্ (আঃ)-এর বেহেস্তী পোশাক তাঁর অপরাধের জন্য খসে পড়েছিলো যার কারণে তিনি বেহেস্তের মধ্যে এদিক-সেদিক দৌড়াচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম, আমার নিকট হতে পালাচ্ছ কোথায়? হযরত আদম (আঃ) উত্তরে বললেন, হে খোদা, তোমার নিকট হতে কে পালাতে পারে এবং যাবেইবা কোথায় ? আমি আমার ভুলের কারণে লজ্জিত হয়ে পড়েছি। অপরাধ স্বীকার করায় আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে কলেমা শিখালেন, যার উছিলায় তিনি তওবা করলেন এবং পরম করুণাময়ের দরবারে তা গৃহীত হলো।

পরবর্তী পর্যায়ে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে কিছু জটিল তথ্য প্রদান করলেন। হযরত এবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহতায়ালা আনহুর বরাত দিয়ে বললেন যে, তিনি হযরত রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে রওয়ায়েত (বর্ণনা) করেছেন যখন মানুষের মধ্যে গুনাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তাদেরকে হুকুম করেন সেখানে চন্দ্র বা সূর্যের আলো কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দাও, যাতে সৃষ্টি সাবধান হয়। এরপর এরশাদ করলেন, যখন মহর্‌রম মাসে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় সে বছর অনেক 'বালা' (দুঃখ) অবতীর্ণ হয়, ফেতনা (গণ্ডগোল) বৃদ্ধি পায়, বুজুর্গদের উপরে বিনা কারণে অপবাদ ঘটে। সফর মাসে গ্রহণ হলে বৃষ্টি কম হবে, নদী শুকিয়ে যাবে। রবিউল আওয়াল মাসে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হলে কঠিন আকাল পড়বে, যার ফলে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। রবিউস সানি মাসে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হলে দেশের শস্যভাণ্ডার ভরে উঠবে কিন্তু বুজুর্গদের মৃত্যু অধিক হবে। জমাদিউল আউয়াল মাসে গ্রহণে ঝড়, বৃষ্টি ও তুফান হবে এবং আকস্মিক মৃত্যুর হার অনেক বেড়ে যাবে। জমাদিউস্ সানি মাসে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হলে সুফল ফলবে। সে বছর ফসল খুব ভাল হবে এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে ও ঐশ্বর্য বেড়ে যাবে। রজ্জব মাসে যদি সূর্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ, নতুন চাঁদের প্রথম শুক্রবারে হয়, তাহলে দুঃখ-দুর্ভিক্ষ মানুষের প্রতি